

কিয়ামাতের নিদর্শনাবলী

01-October-2020

সাপ্তাহিক সূনাতে ভরা ইজতিমার

সূনাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সূন্নাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করণ অতঃপর যা ইচ্ছা করণ (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَاءَةً كَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ الْبَغْيِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশতবার (১০০) দরুদে পাক পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে, এই

ব্যক্তি কপটতা (নিফাক) এবং দোষখের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়্যা, ১০/২৫৩, হাদীস ১৭২৯৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “رَبِّةُ السُّؤْمَنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয় কাজে যত ভালো নিয়ত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়ত সমূহ

★ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।
★ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ★ تَوْبُوْا إِلَى اللَّهِ، اذْكُرُوا اللَّهَ، صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ★ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের উপর ঈমান রাখা খুবই জরুরী, কেননা এটা মুসলমানের আক্বীদার মধ্যে মৌলিক আক্বীদা ও দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্যতম। দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় হলো

ইসলামের ঐ সকল বিধান, যা সকলেই জানে, যেমন; আল্লাহ পাকের একত্ববাদ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এক হওয়া), আশ্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর নবুয়ত, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জান্নাত, দোযখ, কিয়ামতের দিন উঠানো, হিসাব নিকাশ ইত্যাদি। এর প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত কেউ মুসলমানই হতে পারে না।

কোরআনে করীমে কিয়ামতকে বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে, কিয়ামতের প্রায় ১০০টিরও বেশি নাম রয়েছে, আসুন! এর মধ্য থেকে কয়েকটি নাম শুনি:

✽.. ইয়াওমে কাযা, তথা ফয়সালার দিন। ✽.. ইয়াওমে ওযন, তথা আমলনামা ওজন করার দিন। ✽.. ইয়াওমে মাশহুদ, তথা উপস্থিতির দিন। ✽.. ইয়াওমে খিয, তথা কিছু লোকের জন্য অপমানের দিন। ✽.. ইয়াওমে মুহাসাবা, তথা হিসাবের দিন। ✽.. ইয়াওমে হাসরাত, তথা আফসোসের দিন। ✽.. ইয়াওমে আকিম, তথা কঠিন দিন। ✽.. ইয়াওমে হাশর, তথা জড়ো হওয়ার দিন। ✽.. ইয়াওমে ফাযাআ, তথা আতঙ্কের দিন। ✽.. ইয়াওমে বাআচ, তথা কবর থেকে আবারো উঠানোর দিন। ✽.. ইয়াওমে ফাতাহ, তথা আমলনামা খোলার দিন। ✽.. ইয়াওমে মিয়াদ, তথা ওয়াদার দিন। ✽.. ইয়াওমে সাইহাত, তথা ভূমিকম্পের দিন (স্কুলিঙ্গের দিন)। ✽.. ইয়াওমে যাজর, তথা তিরস্কারের দিন। ✽.. ইয়াওমে হিসাব, তথা হিসাবের দিন। ✽.. ইয়াওমে তালাক, তথা নিন্দার দিন। ✽.. ইয়াওমে তানাদ, তথা ডাক দেয়ার দিন। ✽.. ইয়াওমে জমআ, তথা জড়ো হওয়ার দিন। ✽.. ইয়াওমে তাগাবুনি, তথা হারের দিন। ✽.. ইয়াওমে ফসল, তথা ফয়সালা বা পৃথকতা অথবা পার্থক্যের দিন। ইত্যাদি

কিয়ামত কখন আসবে?

কিয়ামত কখন আসবে? এর সঠিক জ্ঞান তো আল্লাহ পাক এবং আল্লাহ পাকের দানক্রমে তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এরই রয়েছে, কিন্তু কোরআনে করীম ও হাদীসে মুবারাকায় কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হওয়ার কিছু নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে, এই নিদর্শনাবলী প্রকাশ হওয়া, কিয়ামত দ্রুত আসাকে চিহ্নিত করে, আজকের বয়ানে আমরা কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে শুনবো। আহ! যদি আমাদের সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়ত সহকারে শুনা নসীব হয়ে যায়। আসুন! সর্বপ্রথম একটি হাদীসে পাক শ্রবন করি:

জিব্রাইল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে

হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন আমি নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পাশে বসা ছিলাম, হঠাৎ সাদা পোশাক এবং একেবারে কালো চুল বিশিষ্ট এক ব্যক্তি এলো, তার মাঝে সফর করে আসার কোন প্রভাব ছিলো না আর না আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতো। তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পাশে এসে বসলেন এবং নিজের হাঁটুকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র হাঁটুঘরের সাথে মিলিয়ে হাত রানের উপর রাখলেন এবং বলতে লাগলেন: হে মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। প্রিয় নবী, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: ইসলাম হলো, তোমার এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ পাক ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই এবং মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আল্লাহ পাকের রাসূল, তোমার নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্য হলে কাবাতুল্লাহর

হজ্ব করা। তিনি বললেন: আপনি সত্য বলেছেন। আমি এই ব্যাপারে আশ্চর্য হলাম যে, নিজেই প্রশ্ন করছেন অতঃপর নিজেই সত্যায়ন করছেন। অতঃপর তিনি বললেন: আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: ঈমান হলো, তোমার আল্লাহ পাক, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, আখিরাত এবং তাকদীরের (ভাগ্য) ভাল মন্দ হওয়ার প্রতি ঈমান আনা। তিনি বললেন: আপনি সত্যই বলেছেন। অতঃপর তিনি বললেন: আমাকে দয়া সম্পর্কে বলুন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: তোমার আল্লাহ পাকের ইবাদত এমনভাবে করা, যেনো তাঁকে দেখছো, যদি তুমি নাও দেখো তবে তিনি তোমাকে দেখছেন। অতঃপর তিনি আরয করলেন: আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন। ইরশাদ করলেন: যার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সে জিজ্ঞাসা করা ব্যক্তির চেয়ে বেশি জানে না। আরয করলেন: তবে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কেই বলুন। ইরশাদ করলেন: বাঁদীরা তাদের মালিককে জন্ম দিবে। তুমি দেখবে যে, খালি পা, খালি শরীর, অসহায় এবং ছাগল চরানো রাখালরা উঁচু ও উন্নততর ঘর নির্মাণ করতে একে অপরের উপর গর্ব করবে। অতঃপর সেই ব্যক্তি চলে গেলেন। (হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন:) আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, অতঃপর ছয়ুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: হে ওমর! জানো এই প্রশ্নকারী কে ছিলো? আমি বললাম: আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَই ভাল জানেন। ইরশাদ করলেন: তিনি হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন, যিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিখাতে এসেছিলেন। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক থেকে শিক্ষার অনেক কিছু রয়েছে। আসুন! এই হাদীসে পাক থেকে অর্জিত হওয়ার কিছু বিষয় সম্পর্কে শুনি:

প্রথম যে বিষয়টি শিখেছি তা হলো, আমরা জানি যে, হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام নূরের সৃষ্টি অর্থাৎ ফিরিশতা, বরং সকল নূরী ফিরিশতারও সর্দার। মুসলিম শরীফের হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রিকাক, ১২২১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৪৯৫)

জানতে পারলাম! হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام কেও নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, নূর হওয়ার পরও হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام মানুষ হয়ে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে উপস্থিত হলেন, এমনভাবে যে, সাহাবায়ে কিরামরা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও তাঁকে চিনতে পারেননি, এথেকে জানা গেলো! যখন হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام নূরী সৃষ্টি হওয়ার পরও মানুষ হয়ে এসেছে, এইভাবে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও নূর হওয়ার পরও মানুষ হয়ে দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে এসেছেন।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন; আমি আরয করলাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমার পিতামাতা হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) এর প্রতি কুরবান! আমাকে বলুন যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক কোন জিনিষটি সৃষ্টি করেছেন?” ইরশাদ করলেন: “হে জাবির! নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক সকল সৃষ্টির পূর্বে তোমার নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) এর নূর তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৬৫৮, মুসান্নিফে আব্দুর রায়যাক, ৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮)

আক্বীদা: নিশ্চয় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সত্তা হলো মহিমাষিত নূর, কিন্তু তাঁকে মানবীয় আকৃতিও প্রদান করা হয়েছে। যেমনটি

১৬তম পারা সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
(পারা ১৬, সূরা কাহাফ, আয়াত ১১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন: ‘প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে আমি তোমাদের মতো।

মনে রাখবেন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করা কুফরী। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৩৫৮)

ব্যাখ্যা: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার ও আপনার ন্যায় মানুষ নয় বরং أَفْضَلُ الْبَشَرِ শ্রেষ্ঠ মানব। মানবীয়তার এই সম্মান অর্জিত যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মানবীয়তাকে গ্রহণ করেছেন, তিনি স্বয়ং ইরশাদ করেন: أَيُّكُمْ مِثْلِي? তোমাদের মধ্যে কে আছে আমার ন্যায়?

(বুখারী, কিতাবুস সাওম, ১/৬৪৬, হাদীস ১৯৬৫)

নূরে মুস্তফার শান: হাদীসে নূরের আলোকে শরহে যুরকানীতে রয়েছে: এই যে ইরশাদ হয়েছে: তোমার নবীর (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) নূর আপন নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। এটা নূরে নবীর মহত্ব এবং তাঁর অনন্য হওয়ার বহিঃপ্রকাশ। (শরহে যুরকানী, আল মাকসাদুল আউয়াল, ১/৯০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

আদব সম্পন্নরাই সৌভাগ্যবান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বিতীয় যে বিষয়টি ঐ হাদীসে পাক থেকে জানতে পারলাম, তা হলো: হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে উপস্থিত হলো তখন দু’যানু হয়ে রানের

উপর হাত রেখে আদব সহকারে বসে গেলো, এথেকে আমরাও শিক্ষা পাই যে, যখন কোন সম্মানিত ব্যক্তির দরবারে যাবো, তিনি ওস্তাদ হোক বা আলিমে দ্বীন, মুফতী হোক বা পীর ও মুর্শিদ বা পিতা হোক না কেন আমাদেরও আদব ও সম্মান সহকারে বসা উচিত, আফসোস! বর্তমান প্রজন্ম এই ধরনের আদব থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে, বড়দের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়? বড়দের সামনে উঠা বসাতে কোন কোন আদবের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত? কোন ধরনের কথা বড়দের সামনে আদবের পরিপন্থি? ইত্যাদি বিষয় থেকে বর্তমান প্রজন্ম কেন বড়রাও দূরে সরে যাচ্ছে। পিতামাতার উচিত, সন্তানদের শিশুকাল থেকেই বড়দের সম্মান করতে শিখানো।

মনে রাখবেন! পিতামাতার উপর সন্তানের যে হকসমূহ রয়েছে, তার মধ্যে একটি হক এটাও যে, সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণ দেয়া, তাদের ইসলামী চরিত্র ও আদব শিখানো। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা “সন্তানের হক” অধ্যয়ন করুন। সন্তানের সুশিক্ষার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার ১৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “তারবিয়্যতে আউলাদ” সম্পূর্ণ পাঠ করাও উপকারী। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে আদবসম্পন্ন ও সৌভাগ্যবান হিসাবে কবুল করুক। **أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

কিয়ামত কখন আসবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ঐ হাদীসে পাক থেকে আমরা জানতে পেরেছি, তা হলো, হযরত জিব্রীল আমিন **عَلَيْهِ السَّلَام** জানতেন যে, রাসূলে পাক **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আল্লাহ পাকের দানক্রমে গাইব জানেন ও এটাও জানতেন যে, কিয়ামত কবে আসবে।

এই কারণেই তিনি হুযুর নবী করীম ﷺ এর নিকট কিয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এখানে হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام রাসূলে পাক ﷺ কে পরীক্ষা বা অক্ষমতাকে প্রকাশ করার জন্য তো প্রশ্ন করছেন না বরং এটা দেখানোর জন্য যে, রাসূলে পাক ﷺ এর কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান তো আছেই কিন্তু তা প্রকাশ করেননি। মনে রাখবেন! প্রিয় নবী ﷺ অন্য এক সময়ে কিয়ামতের দিনও বলে দিয়েছেন, মাসও তারিখও জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইরশাদ করেন: জুমার দিন হবে, মুহাররম মাসের দশ তারিখ হবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৬২) যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: কিয়ামত আশুরার দিন অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশ তারিখে হবে।

(ফায়য়িলুল আওকাত, ১১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৮২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চতুর্থ যে বিষয়টি আমরা ঐ হাদীসে পাক থেকে জানতে পারলাম, তা হলো, কিয়ামত তো আসবেই, কিন্তু তা আসার পূর্বে কিছু নিদর্শনও রয়েছে, যা এই বিষয়টিকে চিহ্নিত করবে যে, কিয়ামত সমাগত। এই হাদীসে পাকে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা ﷺ কিয়ামতের দু'টি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। একটি হলো, বাঁদী তার মালিককে জন্ম দিবে, অন্যটি হলো খালি পা, খালি শরীর, অসহায় এবং ছাগল চরাণোর রাখাল উচ্চ ও উন্নত বাড়ি নির্মাণ করাতে একে অপরের উপর গর্ব করবে। কিয়ামতের এই দু'টি নিদর্শন সম্পর্কে আরো বিস্তারিতও বর্ণনা করা হবে। এই নিদর্শনাবলী

ছাড়াও হাদীসে মুবারাকায় কিয়ামতের আরো নিদর্শনাবলীও বর্ণিত হয়েছে। “বাহারে শরীয়াত” এ হাদীসে পাকের আলোকে কিয়ামতের অনেক নিদর্শনাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে, আসুন! তা থেকে কয়েকটি সম্পর্কে শুনি:

★ ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে (অর্থাৎ ওলামা উঠিয়ে নেয়া হবে)।
 ★ যখন কোন আলিম থাকবে না তখন লোকেরা (বাধ্য হয়ে) জাহেলদের নেতা (পথপ্রদর্শক) বানিয়ে নিবে। ★ অতঃপর তাদের কাছ থেকে দ্বীনি মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে তখন তারা ইলম ব্যতীত ফতোয়া দিবে, তখন তারাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করে দিবে। (বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৫৪, হাদীস ১০০) ★ মূর্খতার আধিক্য হবে। ★ অপকর্ম ও মদ্যপান ব্যাপক হবে। ★ পুরুষ কমে যাবে এবং নারী বেড়ে যাবে, এমনকি একজন পুরুষের তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশজন (৫০) নারী থাকবে। (বুখারী, কিতাবুল নিকাহ, ৩/৪৭২, হাদীস ৫২৩১) ★ সম্পদের আধিক্য থাকবে। (মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৩৯) ★ দ্বীনের উপর অটল থাকা এত কঠিন হয়ে যাবে, যেনো হাতের মুঠোয় আগুনের কয়লা নেয়া। (তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪র্থ অধ্যায়, ৭৩/১১৫, হাদীস ২২৬৭) ★ সময়ের বরকত হবে না, এমনকি বছর মাসের ন্যায়, মাস সপ্তাহের ন্যায়, সপ্তাহ দিনের ন্যায় এবং দিন এমন হয়ে যাবে, যেমন কোন জিনিষে আগুন লাগলো এবং দ্রুত জ্বলে শেষ হয়ে গেলো। (তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪/১৪৮, হাদীস ২৩৩৯) ★ যাকাত দেয়া (মানুষের মাঝে এমন কষ্টকর হবে যে, তা) ক্ষতিপূরণ মনে করবে। (তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪/৮৯, হাদীস ২২১৭) ★ ইলমে দ্বীন পড়বে কিন্তু দ্বীনের জন্য নয়। ★ পুরুষরা তাদের স্ত্রীর আনুগত্য করবে। ★ পিতামাতার অবাধ্যতা করবে। ★ বন্ধু বান্ধুদের সাথে মেলামেশা করবে এবং পিতা থেকে পৃথক হয়ে যাবে। ★ মসজিদে

লোকেরা চিৎকার চেচামেচি করবে। ☆ গানবাজনার আধিক্য হবে। ☆ পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি লোকেরা অভিশাপ দিবে, তাদেরকে গালমন্দ করবে। (তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪/৯০, হাদীস ২২১৮) ☆ অপদস্ত লোক, যাদের শরীরে কাপড়, পায়ে জুতা নসীব হতো না, তারা বড় বড় প্রাসাদ বানিয়ে গর্ব করবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ আমরা কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে শুনেছি, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন এমনও যে, যা প্রকাশ হয়ে গেছে আর কিছু নিদর্শন এমন, যা প্রকাশ হওয়া বাকী আছে।

(১) চাঁদ ফেঁটে যাওয়া

একটি নিদর্শন যা পূরণ হয়ে গেছে, তা কোরআনে পাকেও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনটি

পারা ২৭ সূরা কমরের ১ম আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾

(পারা ২৭, সূরা কমর, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিকটে এসেছে কিয়ামত এবং দ্বি-খন্ডিত হয়েছে চাঁদ।

তাকসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতে করীমার আলোকে রয়েছে: কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন প্রকাশ হয়ে গেছে যে, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মুজিয়ায় চাঁদ দুই টুকরো হয়ে ফেঁটে গেলো। চাঁদের দুই টুকরো হওয়া, যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উজ্জল মুজিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

(তাকসীরে খামিন, সূরা কমর, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ৪/২১৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম! চাঁদ ফেঁটে যাওয়া এটা কিয়ামতের নিদর্শন ছিলো, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মুজিয়া স্বরূপ চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করে দিয়েছিলেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(২) বাঁদী তার মালিককে জন্ম দিবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা কিয়ামতের একটি নিদর্শন এটাও শুনেছি যে, বাঁদী মালিককে জন্ম দিবে। ওলামায়ে কিরাম প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এই বাণীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। আমাদের সমাজের পরিবেশ অনুযায়ী যে ব্যাখ্যা রয়েছে, তা হলো, লোকেরা নিজের আসল মায়ের সাথে বাঁদীর (চাকরানী/ খাদেমা) ন্যায় ব্যবহার করবে, মাকে বাঁদীর মতো রাখবে, মায়ের অবাধ্যতা ও হক ক্ষুণ্ণ করবে, মাকে কষ্ট দিবে এবং অবস্থা এমন হবে যে, সন্তান নিজের মায়ের সাথে মুনিবের মতো আচরন করবে। (মাকালাতে শারেহ বুখারী, ১ম অধ্যায়, ১/১৫৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই মহান বাণীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: (বাঁদী মালিককে জন্ম দিবে) অর্থাৎ সন্তান অবাধ্য হবে, ছেলে মায়ের সাথে এমন আচরন করবে যেনো কোন বাঁদীর সাথে করে, এখন উদ্দেশ্য এটাই হলো যে, যেনো মা তার মালিককে জন্ম দিয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৬২)

সমাজের করুণ অবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে যদি আমরা আমাদের আশেপাশে দৃষ্টি দিই, তবে এই বাস্তবতা দেখা যাবে যে, আমাদের সমাজে একটি অংশ রয়েছে, যারা পিতামাতা বিশেষকরে মায়ের সাথে খুবই

খারাপ আচরন করে থাকে। বর্তমানে কিছু মানুষ রয়েছে যে, মায়ের সাথে বাঘের মতো তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। মায়ের মুখে মুখে কথা বলতে দেখা যায়। অনেক মূর্খ তো **مَعَاذَ اللَّهِ** মাকে গালি দেয় এবং মারেও, যা প্রতিদিন খবরের কাগজে আসে, অথচ মা এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি থাকলে ঘরে বসন্ত এসে যায় এবং যিনি না থাকলে সমস্ত কিছু থাকার পরও ঘর খালি খালি মনে হয়। সুতরাং মায়ের খেদমত করুন! মাকে সন্তুষ্ট করুন! মাকে কষ্ট দিবেন না! মাকে কখনো দুঃখ দিবেন না! মায়ের সাথে কখনো ঝগড়া করবেন না! মায়ের সাথে কখনো উচ্চ আওয়াজে কথা বলবেন না! মাকে সম্মান করুন! যদি মা বা বাবা তাদের মধ্যে কোন একজন অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে সাথে সাথে সন্তুষ্ট করান! মা যেমনি হোক না কেন, মা মাই হয়ে থাকে। মায়ের হক থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

মাকে কাঁধে নিয়ে গরম পাথরের উপর ছয় মাইল...

এক সাহাবী **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর দরবারে আরশ করলেন: এক রাস্তায় এমন গরম পাথর ছিলো যে, যদি মাংসের টুকরো তার উপর রাখা হয় তবে কাবাব হয়ে যেতো! আমি আমার মাকে কাঁধে নিয়ে ছয় মাইল (প্রায় ৯.৬৫৬ কিলোমিটার) পর্যন্ত অতিক্রম করলাম, আমি কি মায়ের হক থেকে মুক্ত হয়ে গেছি? রাসূলে পাক **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করলেন: তোমার জন্মকালে ব্যথার যে ঝটকা তিনি অনুভব করেছিলেন, হয়ত তা থেকে একটি ঝটকার বিনিময় হতে পারে।

(মু'জামুস সগীর, ১/৯২, হাদীস ২৫৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, পিতামাতা বিশেষকরে মায়ের সাথে সদাচরণ করা এবং সর্বদা মায়ের অনুগত থাকা। কিন্তু মনে রাখবেন! গুনাহের কাজে পিতামাতারও অনুগত্য

করা যাবে না, যেমন; যদি তারা নামায পড়তে নিষেধ করে, দাঁড়ি পরিস্কার করতে বলে তবে এই বিষয়ে পিতামাতার আনুগত্য করা যাবে না। কেননা হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا طَاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ اর্থاً ۞ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য জায়িয নয়, আনুগত্য তো শুধুমাত্র নেককাজেই করা হয়। (বুখারী, কিতাবু আখবারিল আহাদ, ৪/৪৯২, হাদীস ৭২৫৭)

গুনাহ ব্যতীত সকল কাজে তাঁদের আনুগত্য করবে। বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! পিতামাতার তাদের সন্তানের প্রতি হক কি? ইরশাদ করলেন: هُنَّ جُنَّتُكَ وَنَأْوَى اর্থاً ۞ তারা ই তোমার জান্নাত ও তোমার দোযখ।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, ৪/১৮৬, নম্বর ৩৬৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও আমাদের পিতামাতাকে সম্ভ্রষ্ট রাখতে চাই এবং নিঃসন্দেহে সবাই চায়, তবে আসুন! আমরা এমন উত্তম সহচর্য অবলম্বন করি, যেখানে পিতামাতার আদব ও সম্মান করতে শিখানো হয়, যেখানে পিতামাতার সামনে উফ করা থেকেও বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়। এই ফিতনার যুগে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত। آمِنْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ الْعَلِيِّ এর উম্মতের সংশোধনের প্রেরণায় সমৃদ্ধ নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে এমন লাখো যুবকের জীবনে পরিবর্তন এসেছে যে, যারা নিজের পিতামাতার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে ছিলো, সেই সৌভাগ্যবানরা আজ পিতামাতার জন্য প্রশান্তির মাধ্যম হয়ে গেছে, অনেকে এমনও রয়েছে, যাদের অবাধ্যতা বা অসদাচরনের কারণে পিতামাতার ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে এখন প্রশান্তির ঘুম নসীব হয়।

আসুন! আমরা নেককার হওয়ার মহান উপায় অর্থাৎ মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা সংগ্রহ করণ, কাফেলার মুসাফির হয়ে যান, আমরা জানতে পারলাম যে, পিতামাতার দোয়া কিভাবে নেয়া যেতে পারে, সাপ্তাহিক সূনাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ এবং মাদানী মুযাকারা দেখা/শুনার সৌভাগ্য অর্জন করণ বরং নিজের বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয়দেরও উৎসাহ প্রদান করণ, অতঃপর জানতে পারলাম যে, পিতামাতাকে কিভাবে খুশি করে তাঁদের মনের দোয়া নেয়া যাবে। “এলাকায়ি দাওরা” এর জন্য নিজেকে উপস্থাপন করণ, আমরা যেনো সর্বদা নিজেকে নেকীর কাজের জন্য প্রস্তুত রাখি এবং আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করে নিজের কবর ও আখিরাতকে সজ্জিত করণ।

১২টি মাদানী কাজের একটি “সাপ্তাহিক ইজতিমা”

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে “সাপ্তাহিক ইজতিমা”। ইজতিমায় করা দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, কেননা ইজতিমায় কোরআনের তিলাওয়াত, নাতে রাসূল, সূনাতে ভরা সংশোধন মূলক বয়ান, আল্লাহর যিকির, ভাব গাম্ভীর্যময় দোয়া এবং সালাত ও সালাম হয়ে থাকে, আশ্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَام মুবারক চরিত্র বয়ান করা হয়। হযরত সায়িদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَزُولُ الرَّحْمَةُ অর্থাৎ নেককার লোকদের আলোচনায় আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, সুফিয়ান বিন উয়াইনা, ৭/৩৩৫, নম্বর ১০৭৫০) নেক বান্দাদের আলোচনার সময় যদি রহমত অবতীর্ণ হয়, তবে যেখানে আল্লাহ পাক ও

তাঁর রাসুল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মঙ্গলময় আলোচনা হয় সেখানে রহমত কেনই বা অবতীর্ণ হবে না এবং যেখানে রিমঝিম ধারায় রহমতের বর্ষণ হয় সেখানে দোয়া কেন কবুল হবে না।

আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিতির একটি ঘটনা শুনি এবং ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করে নিই।

ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরী হয়ে গেলো

মুর্শিদের দেশের এক ইসলামী ভাই নির্ভিক ও নিশ্চিত স্বভাবের অধিকারী ছিলো, গুনাহ এবং উদাসীনতার সাগরে নিমজ্জিত ছিলো। টিফিন বাক্স বাজিয়ে শিশু সুলভ গান গাওয়া এবং অনুকরণ করার ব্যাপারে পুরো বংশে সে প্রসিদ্ধ ছিলো। বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে কৌতুক এবং সিনেমার গান গাওয়া, নাচ দেখানো এবং বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মানুষকে হাসানো তার প্রিয় কাজ ছিলো, স্কুল জীবনের এক ইসলামী ভাই প্রায় তার বড় ভাইয়ের সাথে দেখা করতে আসতো। একদিন সে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলো। ইসলামি ভাইয়ের দাওয়াতে সে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় চলে গেলো, তার খুবই ভাল লাগলো, সুতরাং সে নিয়মিত যাওয়া শুরু করলো। الْحَمْدُ لِلَّهِ ইজতিমায় অংশগ্রহণের বরকতে সে নিয়মিত নামায আদায় করা শুরু করলো। ধীরে ধীরে পাগড়ী শরীফও সাজিয়ে নিলো, যার কারণে ঘরের অনেকে কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলো, এমনকি অনেক সময় مَعَاذَ اللَّهِ পাগড়ী শরীফ টান দিয়ে খুলে দিতো। দরস দেয়াতে বাধা দিতো, বাবরী চুল রাখলে ঘরের লোকের জোর করে কেটে দিতো, দাঁড়িও উঠেনি কিন্তু রেখে দেয়ার নিয়্যত করে নিয়েছিলো। এই সকল কষ্টের পরও মাদানী পরিবেশে

টান তাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর আরো নৈকটে এনে দিলো। মাকাতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনার আগ্রহ জন্মালো এবং এতে আরো উৎসাহ পেতে থাকলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** ধীরে ধীরে তার ঘরেও মাদানী পরিবেশ তৈরী হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

(৩) নামায কাযা করা!

হে আশিকানে রাসূল! আমরা কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে শুনছিলাম। প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কিয়ামতের একটি নিদর্শন এটাও বর্ণনা করেছেন যে, লোকেরা নামায কাযা করবে।

(আত তাযক্বিরাও বাহাওয়ালুল মুতী ওয়া আমুরুল আখিরাতি, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

বর্তমানে নামায কাযা করার দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে। আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে আমাদের সমাজে শুধু অলসতার কারণে প্রতিদিন নামায কাযা করা হয়ে থাকে। অনেক বড় একটি অংশ রয়েছে, যারা নামায কাযা করে এবং তাদের এর কোন তোয়াক্কাও নেই।

অনেকে তো এমনও রয়েছে যে, যখন তাদের এক বা একাধিক নামায কাযা হয়ে যায় তখন সপ্তাহ বরং মাসকে মাস জেনে শুনে নামায পড়ে না এবং যদি কেউ উৎসাহ দেয় তখন বলে “**اِنْ شَاءَ اللهُ**” আগামি জুমা থেকে আবারো নামায শুরু করবো বা রমযান মাস থেকে নিয়মিত নামায আদায় করবো।” এভাবে কোন লজ্জা শরম ছাড়াই খুবই বীরত্বের সহিত **مَعَاذَ اللهِ** এই বিষয়ে ঘোষণা করছে যে, নামায ছেড়ে দেয়ার এই কবীরা গুনাহ আমি জুমার দিন পর্যন্ত বা রমযান মাস পর্যন্ত লাগাতার করেই যাবো। নিঃসন্দেহে এসব কিছু খোদাভীতি এবং ইবাদতের আগ্রহ না

থাকার পরিণতি, অন্যথায় যার অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় এবং ইবাদতের আগ্রহ থাকে, সে সর্বাবস্থায় নিয়মিত নামায পড়ে এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে।

মনে রাখবেন! জেনে শুনে নামায কাযা করা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং দোযখে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আল্লাহ পাক ১৬তম পারা সূরার মরিয়মের ৫৯নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا
الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ
يَلْقَوْنَ غِيًّا

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ এলো, যারা নামাযগুলো নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অবিলম্ব তারা দোযখের মধ্যে ‘গায়্য’ এর জঙ্গল পাবে।

জাহান্নামের ভয়ঙ্কর উপত্যকার ভয়ানক কূপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় ‘গায়্য’ এর আলোচনা হয়েছে এবং তা দ্বারা উদ্দেশ্য দোযখের একটি উপত্যকা।

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: ‘গায়্য’ হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা যার উত্তাপ এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে একটি কূপ আছে যার নাম হলো “হাব হাব।” যখন জাহান্নামের আগুন নিবে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন আল্লাহ পাক ঐ কূপকে খুলে দেন যার ফলে সে আগের মত প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: كُلَّمَا حَبَّبْتَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৯৭) (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন কখনো স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দিবো।) এই

কূপ বে নামাযী এবং ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, সুদখোর এবং পিতা মাতাকে কষ্ট দানকারীদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৪৩৪, ৩য় অংশ) আর হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ سূরা মাউনের ৫নং আয়াতের আলোকে বলেন: নামাযকে ভুলে বসা কয়েক ধরনের হতে পারে: কখনোই না পড়া, নিয়মিতভাবে না পড়া, সঠিক সময়ে না পড়া, নামায বিশুদ্ধভাবে না পড়া, আগ্রহ সহকারে না পড়া, বুঝে শুনে না পড়া, অলসতা ও বেপরোয়া হয়ে পড়া। (নুরুল ইরফান, ১৬৮৪ পৃষ্ঠা)

নামাযের বরকত

হে আশিকানে রাসূল! আমরা কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে শুনছিলাম। আমরা শুনলাম যে, নামায কাযা করাও কিয়ামতের নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আসুন! এখনই নিয়ত করণ এবং উচ্চস্বরে প্রকাশ করণ যে, আজকের পর আমার কোন নামায কাযা হবে না। اِنْ شَاءَ اللهُ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

কিয়ামতের কিছু নিদর্শন ও আমাদের সমাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা কিয়ামতের নিদর্শনের ব্যাপারে শুনছিলাম, হযরত খুযাইফা বিন ইয়ামান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: কিয়ামতের নিকটবর্তী নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও রয়েছে: (১) মানুষ আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (২) গুনাহের আধিক্য হবে। (৩) কোরআনে করীমকে স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা সজ্জিত করা হবে। (৪) পুরুষ মহিলাদের এবং (৫) মহিলারা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে। (৬) মানুষ তাদের পিতামাতার অবাধ্যতা করবে এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে কল্যাণ করবে। (৭) গায়ক গায়িকা এবং

(৮) সঙ্গীতের সরঞ্জামের প্রচলন প্রসারিত হবে। তখন মানুষের লাল তুফান, জমিন ধ্বংসে যাওয়া এবং আকৃতি পরিবর্তন হওয়ার ভয় করা উচিত। (হিলইয়াউল আউলিয়া, ৩/৪১০, নম্বর ৪৪৪৮)

হে আশিকানে রাসূল! ভাবুন! এগুলোর মধ্যে এমন কোন কাজটি যা বর্তমানে আমাদের যুগে চলছে না। আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কিয়ামতের নিদর্শন বলা হয়েছে। বর্তমানে ঘর ও বংশের মাঝে ছোট ছোট বিষয়ে ঝগড়া হয়ে থাকে আর এই ঝগড়া বৃদ্ধি পেয়ে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়ার অবস্থা দেখা দেয় এবং বংশের লোকেরা বছরের পর বছর পর্যন্ত একে অপরের মুখও দেখে না।

গুনাহের আধিক্যকেও কিয়ামতের নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে যদি আমরা আমাদের সমাজে দেখি, তখন আমরা অনুমান করতে পারি যে, এমন কোন গুনাহটি যা আমাদের সমাজে পাওয়া যায় না। একাকী হোক বা সমাবেশে, ঘরে হোক বা বাজারে, শহরে হোক বা গ্রামে, সকল স্থানে গুনাহে ভরপূর। বরং এখন তো গুনাহের আধিক্য যে, নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানো কষ্টকর হয়ে গেছে। কোরআনে পাককে সজ্জিত করাও কিয়ামতের নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে কোরআনে পাকের গিলাফকে, এর রিয়ালকে, এর বাইন্ডিং এবং পৃষ্ঠাকে খুবই সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয় কিন্তু নিজেদের আচরনকে কোরআনি চরিত্র দ্বারা সজ্জিতকারী কমে যাচ্ছে। বর্তমানে কোরআনে পাক যেখানে রাখা হয় সেই জায়গাকে সজ্জিত করার প্রতি খেয়াল রাখা হয় কিন্তু মন, মনন ও চিন্তা এবং ভাবনাও কোরআনে পাকের শিক্ষায় সজ্জিত হয়ে যাক সেইদিকে কোন খেয়াল দেয়া হয় না।

পুরুষ মহিলাদের আর মহিলারা পুরুষদের সামঞ্জস্যতা করাও কিয়ামতের নিদর্শন। ভাবুন তো! বর্তমানে এমন কোন পর্যায় এবং কোন কাজ রয়েছে, যাতে মহিলারা পুরুষদের এবং পুরুষরা মহিলাদের নকল করছে না। বর্তমানে পুরুষদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, চুড়ি পরা, মহিলাদের মতো লম্বা চুল রাখা, মহিলাদের মতো নাক এবং কানে অলঙ্কার পরা, মাথায় ব্যান্ড (Hair Band) লাগানো, হাতে এবং পায়ে মেহেদী লাগানোসহ আরো অনেক কাজের প্রচলনও বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে, অথচ আমাদের প্রিয় নবী ﷺ তাও কিয়ামতের নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এথেকে নিষেধও করেছেন।

অনুরূপভাবে কিয়ামতের একটি নিদর্শন এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ তার পিতার অবাধ্য এবং বন্ধুদের কল্যাণ করবে, এই দৃশ্যও চারিদিকে প্রসার পাচ্ছে। অনেক লোকের আচরণ আপন পিতার সাথে খুবই কঠোর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিজের বন্ধুদের সামনে নত হয়ে যায়। অনেক লোক তাদের আপন পিতার সাথে সদাচরণ করার তৌফিক নসীব হয় না, কিন্তু বন্ধুদের সাথে প্রতিদিন পার্টি এবং দাওয়াত চলতে থাকে। অনেকে তাদের পিতাকে এত মান্য করেনা, যত নিজের বন্ধুকে মান্য করে। এই কারণেই এমন দৃশ্যও দেখা যায়, যখন পিতা তার সন্তানের বন্ধুকে বলে যে, তুমিই আমার পুত্রকে বুঝাও! তুমিই আমার ছেলেকে বলো! আমার কথাতো সে শুনে না। ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে কিয়ামতের নিদর্শনের মধ্যে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, গায়ক গায়িকা এবং সঙ্গীতের সরঞ্জামের আধিক্য হবে। এ ব্যাপারেও সমাজের অবস্থা আমাদের সামনে। সঙ্গীত এবং গানবাজনার বন্যা মুসলমানদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে তো সিনেমা হলের আদলে

বিশিষ স্থানে হতো, যেখানে **مَعَادَ اللَّهِ** গান, সিনেমা এবং সঙ্গীত চলতো। কিন্তু এখন তো সব জায়গায় গান এবং সঙ্গীতের প্রাধান্য বিস্তার করছে। মোবাইলে, কম্পিউটারে, টিভিতে, বাজারে, হোটেলে, খেলনায়, শিশুদের জুতায়, ঘরে, বিবাহের হলে, কারখানায়, সাধারণ স্থানে, স্কুলে, কলেজে, বসতিতে, জাহাজে, ট্রেনে! মোটকথা এমন স্থান রয়েছে, যেখানে গান এবং সঙ্গীত বিরাজ করছে না। বরং এখন তো **مَعَادَ اللَّهِ** অবস্থা এতটুকু পৌঁছে গেছে যে, মসজিদে মোবাইলে গান এবং সঙ্গীতের আওয়াজ বাজতে থাকে। **আল্লাহ পাক** আমাদের অবস্থার উপর দয়া করুক।

أَمِينٌ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

কিয়ামতের প্রস্তুতি!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে শুনলাম। নিঃসন্দেহে আমাদের ঈমান রয়েছে যে, কিয়ামত একদিন না একদিন অবশ্যই আসবে। আজ এই বিষয়ের প্রয়োজন যে, আমরা নিজেদের আমল ও অবস্থায় এমন পরিবর্তন নিয়ে আসি, যা আমাদের কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে বাঁচাতে পারে।

হযরত ইমাম গায়ালী **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** বলেন: যারা দুনিয়ায় থেকে কিয়ামতের ব্যাপারে বেশি ভাববে, তারা ঐ ভয়াবহতা থেকে বেশি নিরাপদ থাকবে। নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** বান্দার উপর দু'টি ভয় একত্র করেন না, সুতরাং যারা দুনিয়ায় এই ভয়াবহতার ভয় করবে তারা আখিরাতে তা থেকে নিরাপদ থাকবে। ভয় দ্বারা উদ্দেশ্য মহিলাদের মতো কান্না করা নয় যে, চোখে দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত করবে এবং শূনার সময় মন নরম হয়ে যাবে, অতঃপর তুমি তা ভুলে গিয়ে নিজের খেলাধুলায় লিপ্ত হয়ে যাবে।

এই অবস্থাটির ভয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই বরং যে ব্যক্তি যেই জিনিষের ভয় করে তা থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং যে জিনিষের আকাজক্ষা রাখে তা চায়। সুতরাং তোমাকে সেই ভয় মুক্তি দিবে, যা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে এবং তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/২৮৬-২৮৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা চাই যে, আমাদের মাঝেও খোদাভীতি সৃষ্টি হয়ে যাক, আমাদের মাঝে খোদাভীতি স্থায়ী হয়ে যাক, খোদাভীতিতে কান্না করার তৌফিক অর্জিত হয়ে যাক, আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা ছুটে যাক এবং ইবাদতে মন লেগে যাক তবে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং দ্বীনে মতীনের খেদমতে দা'ওয়াতে ইসলামীকে সহায়তা করুন। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ দা'ওয়াতে ইসলামী বর্তমানে দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৮টি বিভাগে দ্বীনে মতীনের খেদমতে সদা ব্যস্ত। এর মধ্য থেকে একটি বিভাগ হলো “দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত”। সর্বপ্রথম দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত ১৫ শাবান ১৪২১ হিজরীতে জামে মসজিদ কানযুল ঈমান, বাবরী টোক করাচীতে প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে “দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত” প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে মুফতীয়ানে কিরাম উম্মতে মুসলিমার শরয়ী পথনির্দেশনা দিতে সদা ব্যস্ত রয়েছে। এছাড়াও “দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত” এর মুফতীয়ানে কিরামগণ টেলিফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসিত মাসআলার সমাধান দিয়ে থাকেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা

পৃথিবীতে এই ই-মেইল আইডির (darulifta@dawateislami.net) মাধ্যমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** মাদানী চ্যানেলে “দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত” নামে একটি সাড়া জাগানো এবং খুবই তথ্য নির্ভর অনুষ্ঠানও সম্প্রচার করা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ইলমে দ্বীনের আলো প্রসারের জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর আইটি (I.T) বিভাগের সহযোগীতায় “দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত” মোবাইল এপলিকেশনও (Application) এসে গেছে এবং আরো অধিক সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই নম্বরে সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। দুপুর ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত বিরতি এবং শুক্রবার ছুটি হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক “দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত”কে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুক।

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সফরুল মুযাফফর এর মুবারক মাস আমাদের মাঝে তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে। ১৭ সফরুল মুযাফফর ১৩৯৮ হিঃ উম্মে আত্তার অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর আম্মাজান **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا** এর ওফাত দিবস। তাই আসুন! এরই প্রসঙ্গক্রমে উম্মে আত্তার **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا** এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি:

উম্মে আত্তার **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا** এর কল্যাণময় আলোচনা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর সম্মানিতা আম্মাজান একজন নেককার, পরহেযগার মহিলা ছিলেন। স্বামীর ইত্তিকালের পরও প্রবল আর্থিক দৈন্যদশাতেও নিজের সন্তানদেরকে ইসলামের আলোকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো স্বয়ং আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর বরকতময় সন্তা। আমীরে

আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** একবার বলেছিলেন: **الْحَمْدُ لِلَّهِ** সম্মানিতা আম্মাজানের শুরু থেকেই ফরয ও ওয়াজিবের উপর আমল করা ও করানোর প্রতি এমনভাবে মানসিকতা ছিলো যে, ছোট বয়স থেকেই আমরা ভাই বোনদের নামাযের জন্য চাপ দেয়ার পাশাপাশি কঠোরভাবে আমলও করাতেন, বিশেষকরে ফজরের নামাযের জন্য আমাদের সবাইকে অবশ্যই উঠাতেন। সম্মানিতা আম্মাজানের এরূপ শিক্ষা ও মাদানী প্রশিক্ষণের বরকতে আমার মনে পড়ে না যে, আমার বাল্যকালেও কখনো ফজরের নামায ছুটেছে।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** বলেন: সম্মানিতা আম্মাজান বৃহস্পতিবার রাতে মিঠাদার (করাচী) এলাকায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় আমার কথা অনেক বলেছেন, আমার বোন জানালো: **الْحَمْدُ لِلَّهِ** কলেমা তৈয়্যবা ও ইন্তিগফার পাঠ করার পর মুখ বন্ধ হয়েছিলো। বিশেষ করে গোসল দেয়ার পর চেহারা খুবই আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। যে স্থানে রুহ কবয হয়েছিলো সেখান থেকে অনেকদিন পর্যন্ত সুগন্ধ আসতে থাকে এবং বিশেষকরে রাতের যে অংশে ইন্তিকাল করেছিলেন তাতে বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধ অনুভূত হতে থাকে। তৃতীয় দিবসের সকালে কয়েকটি গোলাপ ফুল নিয়ে রাখা হয়েছিলো যা সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় সতেজ ছিলো, যা আমি আমার নিজের হাতেই আম্মাজানের কবরে সাজিয়ে ছিলাম। বিশ্বাস করুন তাতে এমন আশ্চর্য জনক সুবাস ছিলো যে, আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, কখনো গোলাপ ফুলে এরূপ সুগন্ধ আমি পাইনি বরং ঘন্টা খানেক সেই সুবাস আমার হাতেও ছিলো।

(ভাষকিরানে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২য় পর্ব, ৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ২০ সফরুল মুযাফফর হযরত সাযিয়্যুনা দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ওরশে পাক। আসুন! এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শুনি:

জন্ম ও বংশীয় ধারা

হুযুর সৈয়দ দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর সৌভাগ্যময় জন্ম প্রায় ৪০০ হিজরীতে গযনী শহরে হয়েছিলো। কিছুদিন পর তাঁর বংশীয়রা হাজবেরী মহল্লায় এসে যায়, এরই সাথে সম্পর্কের কারণে তাঁকে হাজবেরী বলা হয়। (উর্দু দায়েরাতুল মাআরিফ, ৯/৯১) তাঁর নাম ছিলো “আলী” পিতার নাম ছিলো “ওসমান”। তাঁর বংশীয় ধারা ছয় পূর্বপুরুষে গিয়ে সৈয়্যুদুশ শোহাদা, রাকিবে দোশে মুস্তফা, হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর সাথে মিলিত হয়। (বুযুর্গানে লাহোর, ২২২ পৃষ্ঠা) তাঁর উপনাম হলো “আবুল হাসান”। (উর্দু দায়েরাতুল মাআরিফ, ৯/৯১) প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত উপাধি হলো “গঞ্জে বখশ” ও “দাতা সাহেব”।

তিনি অনেক বড় আলিমে দ্বীন, শায়খে তরীকত, ইবাদত গুজার এবং মুত্তাকী বুযুর্গ ছিলেন, তাঁর কিতাব কাশফুল মাহজুব জগৎ জুড়ে খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁর ওফাত ২০ সফরুল মুযাফফর ৪৬৫ হিজরীতে লাহোরে (পাকিস্তান) হয়েছিলো এবং সেখানেই তাঁর মাযার শরীফ বিদ্যমান, যা দোয়া করুলিয়্যতের কেন্দ্র। দাতা সাহেবের মুবারক জীবনি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা “ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী” অধ্যয়ন করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلَّهِ سৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূল সফর মাসে হযরত দাতা গঞ্জে বখশ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ওরশ মুবারক এবং আমীরে আহলে সুনাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا

কে ইছালে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, সুতরাং সাহস করুন, দাতা সাহেব رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا কে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে ৩দিনের কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

পাগড়ী পরিধানের সুন্নাত ও আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! পাগড়ী পরিধানের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রথমেই প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী: (১) ইরশাদ হচ্ছে: পাগড়ী সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন সত্তর (৭০) রাকাত (নামায) থেকে উত্তম।" (ফিরদৌসুল আখবার, ২/২৬৫, হাদীস ৩২৩৩)

(২) পাগড়ী আরবের মুকুট স্বরূপ, তোমরা পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে, তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। (কানযুল উম্মাল, ১৫/১৩৩, নম্বর ৪১১৩৮)

★ দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত “বাহারে শরীয়াত” কিতাবের ৩য় খন্ডের ৬৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: পাগড়ী দাঁড়িয়ে আর পায়জামা বসে পরিধান করুন, যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করবে এবং বসে বসে পাগড়ী বাঁধবে) সে এমন রোগে আক্রান্ত হবে যার কোন ঔষধ নেই।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

ঘোষণা

পাগড়ী পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত
৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدْوَامٍ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো শ্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।”

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَسَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় আক্কা, মক্কী মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়াদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)